https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

ড্রাগ থেরাপি

বিবরণ 2016

এন. এস. এ আই. ডি নন স্টেরয়েডাল এন্টি ইনফ্লেমেটরি ড্রাগ

বর্ণনা

এন.এস.এ আই.ডি শিশু রিউমাটিক রোগের জন্য ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক শিশুকেই তা প্রেসক্রাইব করা হয়। তারা উপশনরোধকারী, প্রদাহ রোধকারী জ্বর এবং ব্যাথা কমাবে। সিস্টেমেটিক মানে হচ্ছে তারা রোগের গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রন করতে পারবে না, কিন্তু তাদের রোগ বেড়ে যাওয়ার উপর কিন্তু কার্যকারিতা আছে, যা বড়দেও রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

তার একটি এনজাইমকে বাধা দান করে যার দ্বারা প্রোস্টাগ্লান্ডিন তৈরি হয়, যাহা প্রদাহ তৈরি করে। এই উপাদানটির শরীর কিছু প্রভাব রয়েছে যেমন-খাদ্যথলির সুরক্ষা, কিডনীতে রক্ত পরিসঞ্চালন নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি। অতীতে এসপিরিন খুব ব্যবহৃত হতো কেননা এটি সস্তা এবং কার্যকর, আজকাল পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্য খুব একটা ব্যবহার হয় না। সবচেয়ে ব্যবহৃত এন.এস.এ.আই.ডি হিচ্ছে ন্যাপরোক্সেন, আইবোপ্রোফেন এবং ইনডোমেথাসিন। ইদানীং, নতুন ধরনের এনএসএসএআই ডি এসেছে যা কক্স-২ কে বন্ধ করে, কিন্তু তা দিয়ে শিশুদের উপর গবেষনা কম হয়েছে। এই সকল ঔষধ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এনএসএআইডি হিতে কম কিন্তু কার্যক্ষমতা এস এস এ আই ডি এরমতই। কক্স-২ ইনহিবিটির বেশী দামী অন্যান্য এনএসএআইডি এর তুলনায় এবং তাদের কার্যক্ষমতা এবং নিরাপদ এর মাত্র এস এস এ আই ডি এর তুলনায় কিরকম তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। মেলোক্সিকাম এবং সেলেকোক্সিব প্রমানিত যে, তারা শিশুদের জন্য উপকারী নিরাপদ এবং কার্যক্ষম। এক্সকটি এনএসএআইডি একেক জন বাচ্চার জন্য উপকারী, সেজন্য একটি এস এস এ আই ডি এক বাচ্চার জন্য কার্যক্ষম হলেও তা অন্য বাচ্চার ক্ষেত্রে কাজ নাও করতে পারে।

ঔষধ এর মাত্রা/ ব্যবহারের ধরন

এনএসএআইডি এর কার্যক্ষমতা বোঝার জন্য ৪-৬ সপ্তাহ ঔষধটি ব্যবহার করতে হবে। এনএসএআইডি রোগকে পরিবর্তন করতে পারে না, তারা গিড়া ব্যাথা,গিড়া শক্ত এবং জ্বর কমাতেরে সাহায্য করে। এস এস এ আই ডি তরল অথবা ট্যাবলেট ফর্মে দেয়া যায়।

বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র কিছু এস এস এ আই ডি ব্যবহৃত হয় যেমন-ন্যাপরোক্সেন, আইবোপ্রোকেন, ইনডোমেথাসিন, মেলোক্সিকেম, সেলেকোক্সিব।

??????????????

১০-২০ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন, দুই ভাগে বিভক্ত করে দেয়া হয়।

???????????

৬ মাস হতে ১২ বছর পর্যন্ত বাচ্চাদেরে ক্ষেত্রে ৩০-৪০ মিঃগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন ৩-৪ ভাগে ভাগ করে দেয়া যেতে পারে। প্রথমে অল্প মাত্রায় দেয়া হয়, প্রয়োজনে পরে ঔষধের মাত্রা বাড়ানো যায়। সামান্য রোগের জন্য ২০ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন গবেষনা করে দেখা যায়, ঔষধ এর মাত্র ৪০ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন এর বেশী হলে পার্শ প্রতিক্রিয়া বেশী দেখা দেয়, ঔষধ এর মাত্রা ৫০ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন গবেষনা করে দেখা হয়নি এবং তা দেয়া যাবে না। সর্বোচ্চ মাত্রা ২.৪ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন।

???????????

২-১৪ বছর বয়সের বাচ্চাদের দেয়া হয়, ২-৩ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন, ২-৪ ভাগে ভাগ করে। ঔষধের মাত্রা সর্বোচ্চ ৪ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন অথবা ২০০ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন দেয়া যায়। এটা খাবার এর সাথে অথবা খাবার খাওয়ার পর খেতে হবে যাতে খাদ্যথলীর সমস্যা কম হয়।

?????????????

ইহা দু ইবা তথোধিক বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ০.১২৫ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন মুখে দেয়া যায়। সর্বোচ্চ ৭.৫ মি.গ্রাম মুখে দেয়া যাবে। ঔষধ এর মাত্রা ০.১২৫ মিঃ গ্রাম/কেজি/প্রতিদিন বেশী এর বেশী হলে দৃশ্য অতিরিক্ত কোনো উপকার পাওয়া যায় না।

???????????

দুই বা তার বয়সের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেযো হয়, বাচ্চার ওজন ১০-১৫ কেজির কম হলে ৫০ মিঃ গ্রাম প্রতিদিন দুই ভাগে মুখে দেযো যাবে। বাচ্চার ওজন ২৫ কেজির বেশী হলে ঔষধ এর মাত্রা ১০০ মিঃগ্রাম দুই ভাগে মুখে খাবে। বিভিন্ন এনএসএআইডি এর মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

এনএসএআইডি এর প্যার্শ প্রতিক্রিয়া বড়দের চেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কম। খাদ্যনালীতে তা আঘাত করতে পারে। উপসর্গগুলো হচ্ছে পেটে খারাপ লাগা হতে শুরু করে। পেটে ব্যাথা, খাদ্যনালী হতে রক্তক্ষরন যা কালো ও নরম পায়খানা রূপে দেখা দেয়। এনএসএআইডি এর খাদ্যনালীর প্যার্শপ্রতিক্রিয়া বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বড়দের হতে কম দেখা যায়। যা হোক রোগীর অভিবাবক এবং রোগীকে এনএসএআইডি খাবার এর সাথে খাওয়ার জন্য উপদেশ দেয়া হয়। এনএসএআইডি এর প্যার্শ প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার জন্য এন্টাসিড, এইচ২ রিসিপ্টর, এন্টাগোনিস্ট, মিসোপ্রোস্টোল, প্রোটোন পাম্প ইনহিস্টিরি ইত্যাদি ব্যবহারের স্পষ্ট কোনো অফিসিয়াল নির্দেশ নেই। যকৃতের উপর প্যার্শ প্রতিক্রিয়ার জন্য লিভারের এনজাইম বেড়ে যেতে পারে। যা খুবই সামান্য, শুধুমাত্র এসপিরিন বাদে

কিডনীর সমস্যা খুবই কম দেখা দেয়, শুধু তাদেরই দেখা দেয় যাদের কিডনী, হৃদপিন্ড বা লিভারের কোনো সমস্যা আগে থেকে আছে।

সিস্টেমিক জেআইএ এর ক্ষেত্রে এনএসএআইডি মিক্রোফেজ একটিভিশেন সিনড্রোম তৈরি করতে পারে, যা জীবনকে বিপন্ন করতে পারে।

প্রধান শিশু রিউমাটিক রোগ যাদের ক্ষেত্রে এনএসএআইডি ব্যবহৃত হয়।

সব শিশু রিউমাটিক রোগের ক্ষেত্রে এনএসএআইডি ব্যবহৃত হয়।